মুক্তকুঞ্জ

প্রথম বার্ষিক স্মারক
২০০৬

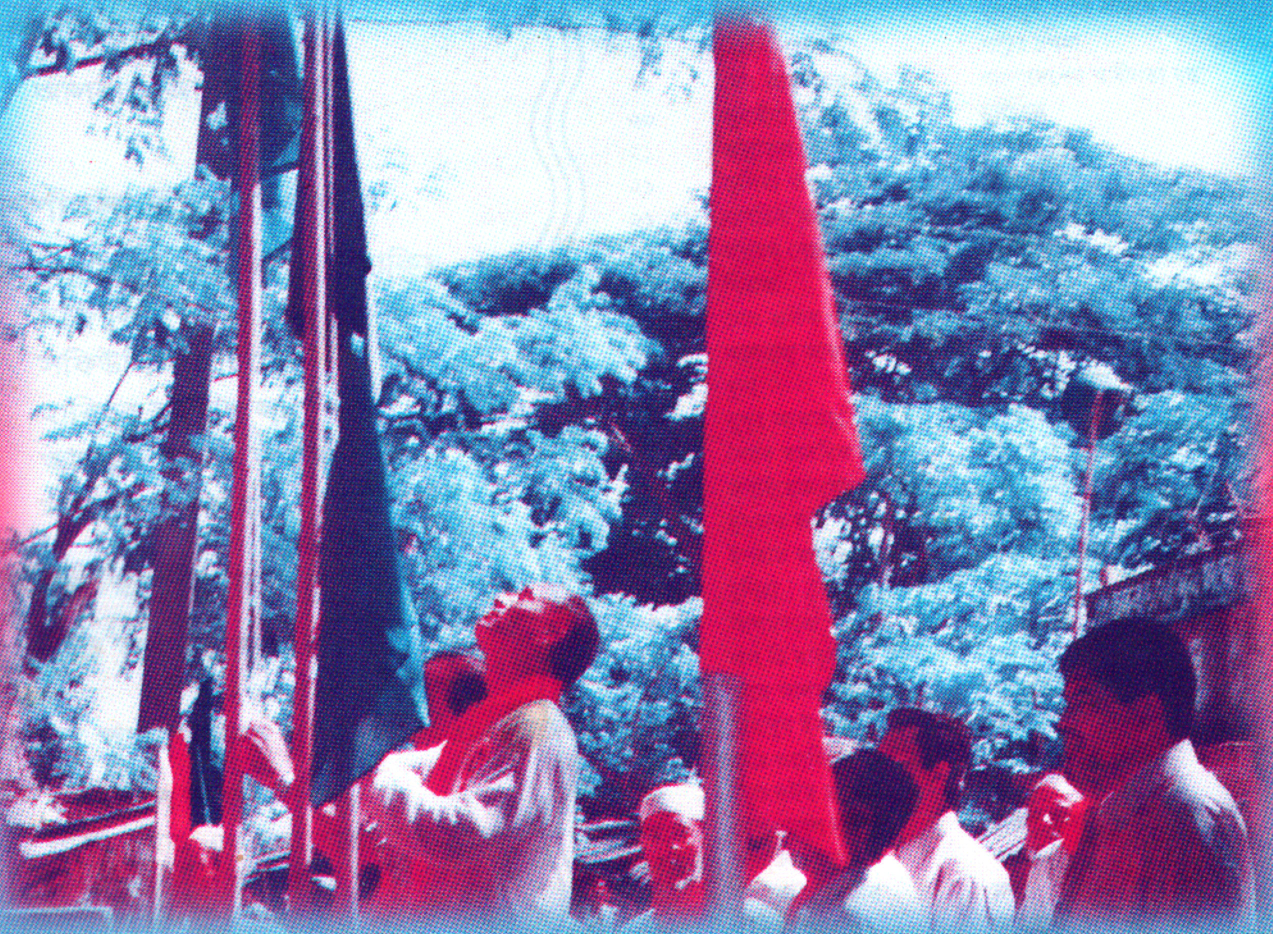

মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর

চরবাড়িয়া, বরিশাল।

মুক্তকুঞ্জ

শিশু সংগঠন মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের ১ম বার্ষিক স্মারক-২০০৬

প্রকাশকাল ঃ

সেপ্টেম্বর-২০০৬ইং

প্রধান উপদেষ্টা ঃ

আলহাজ্ব মোঃ আবদুস শুকুর

সম্পাদনায় ঃ

আলহাজ্ব আবদুল মন্নান

সম্পাদনা উপ-পরিষদ ঃ

অধ্যাপক মোঃ আবদুল হাকিম
মজিবুল হক
সফিউদ্দিন আহমেদ
হাবিবুর রহমান লাল খান
আবদুল লতিফ জমাদ্দার
মাহাবুব ইসলাম

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ

মোঃ আবদুল জব্বার

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ

মোঃ লাল মিয়া
লাকী ওয়াচ এণ্ড জুয়েলার্স
গীর্জামহল্লা, বরিশাল।

মূদ্রণে ঃ

যমুনা প্রিন্টার্স এণ্ড প্রকাশনী
৯২/ক, সদর রোড, বরিশাল।

মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর

চরবাড়িয়া, বরিশাল হতে প্রকাশিত

ফোন ঃ ৬২৪৪১, মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৩৮০৩১৬, ০১৭১৮-৬১০১৪৪, ০৩৬৪৫০০০৭০১

সূচীপত্র ঃ

পৃষ্ঠা নং	লেখক/কবি	গল্প/প্রবন্ধ/কবিতা
১২	এস.আলী মোহাম্মদ	স্মৃতিতে ভাস্মর
১৩	জীবন কৃষ্ণ দে	শিশু অধিকার ও আমাদের করণীয়
১৪-১৫	পংকজ রায় চৌধুরী	শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ : আমাদের করণীয়
১৫	সামসুন নাহার হাওয়া	প্রবীন দার্শণিক আরজ আলী মাতুব্বর
১৬-১৭	জালাল আহমেদ মৃধা	বাংলাদেশ খেলাঘর আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য
১৮	মোঃ আইউব হোসেন	মুক্তকুঞ্জ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন
১৮	এস.এম.জালাল	ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে শিশু শ্রমিক
১৯	বিধান সরকার	পল্টুর চশমা
২০	মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
২০	জুবাইদা ইসলাম জেবু	মুক্তিযুদ্ধ
২১	জান্নাতুল ফেরদৌসী	সাজতে গিয়ে
২১	হালিমা খাতুন	স্বাধীনতা
২১	সাবরিনা মমতাজ	একুশ
২১	মরিয়ম নেছা স্বর্ণালী	পথের শিশু
২১	মিরাজ	নানা বাড়ী
২১	মোঃ রাকিব হোসেন	স্বাধীনতা জয়ী
২২	আলহাজ্ব আবদুল মন্নান	প্রেরণায় কবি নজরুল
২২	মুনা	আমি ভাল হতে চাই
২২	নূপুর আকতার সুর্বণা	সচেতন হও
২২	সৈয়দ তাসরিফ আলম	স্বদেশ তুমি কার
২৩	রুবাইয়েত হোসেন খান	বোকা ছেলে
২৩	নুসরাত জাহান আলবি	আমার মা
২৩	ইসরাত জাহান মীম	হাসি আনন্দ
২৩	মুনিয়া	দাদা
২৪	আলমতাজ	তন্বীর স্মরণে
২৪	এস.ডি বাবুল চন্দ্র শীল	সুখ-দুঃখ
২৪	মাহে আলম খান	স্বপ্নপ্রিয় মন
২৫	মাহাবুব ইসলাম	কবি নজরুল
২৫	মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম	প্রিয় বসন্ত
২৫	মোঃ নঈম মাহমুদ	ছাত্র
২৫	মোঃ আবুল কাশেম	টাকার মূল্য
২৫	তানজিলা আক্তার	নববর্ষ
২৫	শামসুল আরেফীন	মশা
২৬	খাদিজা আক্তার	আমার এ দেশ ভাই
২৬	নূপুর আক্তার	বিশ্বকাপ
২৬	পারভেজ আহমেদ	মুক্তিযুদ্ধ
২৬	মিসকাত জাহান	রাজা
২৬	সোহরাব হোসেন সুরুজ	বাবাকে মনে পড়ে
২৬	মোঃ রুবেল সিকদার	ঋতু
২৬	কে. এম. হাবিবুর রহমান	মুক্তকুঞ্জের জারী
২৭-২৮	আব্দুল মন্নান	শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বক্তব্য
২৯-৩১	মজিবুল হক	মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর : স্বপ্ন থেকে বাস্তবে
৩২	------------	স্মৃতি ফলক

বাণী

আজকের শিশুরাই এক দিন জাতির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। উন্নত জাতিগঠন করতে হলে প্রয়োজন শিশুদের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে আদর্শ নৈতিকতা সম্পন্ন ও চরিত্রবান রূপে গড়ে তোলা। খেলাঘর নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশের প্রচেষ্টা করে আসছে।

শিক্ষা বিস্তারে সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের উদ্যোগে নব পরিসরে, নব চিন্তা- চেতনায় একটি বার্ষিক স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি ।

(আলহাজ্ব এ্যাডঃ মোঃ মজিবর রহমান সরোয়ার) এম.পি.
মেয়র
বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল।

বাণী

শিশুরা বিশ্বের আশা। কিশোররা জাতির আগামী দিনের কর্ণধার। বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন তাদের শরীর ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। খেলাঘর সেই বিকাশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর চরবাড়িয়া বরিশাল একটি বার্ষিকী স্মারক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে-এ জন্য আমি আনন্দিত।

'মুক্তকুঞ্জ' নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলনে মনোবিকাশের যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে তা তাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে সুদূর প্রসারী সুফল বয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রতিবছর ছোট আকারের হলেও একটি বার্ষিকী বের করার উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ থাকল সকলের জন্য ।

অনাগত ভবিষ্যতেও এ ধরণের প্রকাশনার কাজ অব্যাহত থাকুক এ কামনা করি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

(এ.টি.কে.এম. ইসমাইল)
কমিশনার
বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।

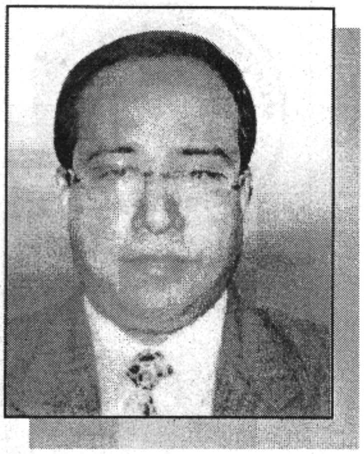

বাণী

সকল প্রকার কলুষতামুক্ত করে নির্মল ও শান্তিময় মানবতা উপহার দিতে প্রয়োজন কর্মঠ, যোগ্য ও সৎ নাগরিকের। আজকে যারা শিশু তারাই আগামীতে জাতির নাগরিক। শিশুদেরকে তাই গড়ে তুলতে হবে সৎ, নৈতিকগুণ ও যোগ্যতা সম্পন্ন করে। শিশু কিশোর সংগঠন খেলাঘর আসরের প্রচেষ্টা এ সময়ের এক অনন্য উদাহরণ।

মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর চরবাড়িয়া বরিশাল একটি বার্ষিক স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। স্মারক প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। কামনা করি মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

(মোঃ শওকত নবী)
জেলা প্রশাসক
বরিশাল।

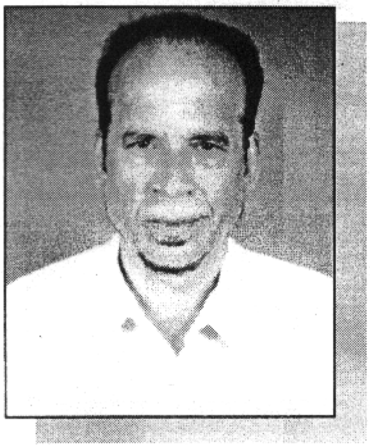

বাণী

বিশ্বের সকল শিশু-কিশোর ভাইবোনের মধ্যে সৌহার্দ ও প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় খেলাঘর একটি প্রতিষ্ঠান। শিশু কিশোরদের সচেতন সু-শৃঙ্খল ও সুন্দর জীবন গঠনে যা কিছু অন্তরায় তার অপসারণের জন্য খেলাঘর ব্যাপক ও গঠনমূলক আন্দোলন গড়ে তুলবে। খেলাঘর শিশুর হাসিতে উজ্জ্বল জীবন গঠনের জন্য নিরলস কাজ করে থাকে। শিশুদের চিন্তা চেতনা ও সুকুমার বৃত্তির ফসল ধারণ করে 'মুক্তকুঞ্জ' শিরোনামে একটি বার্ষিকী প্রকাশিত হচ্ছে বলে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

একটি সুন্দর বিশ্ব উপহার দিতে আজকের শিশুদের যোগ্যতা সম্পন্ন নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর এর কচিকাঁচারা সচেষ্ট থাকবে এ আমার বিশ্বাস। সে লক্ষ্যে নিবেদিত মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের সকল প্রচেষ্টার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ আব্দুস শুকুর)
উপ-সচিব (অবঃ)
ও
প্রধান উপদেষ্টা
মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর

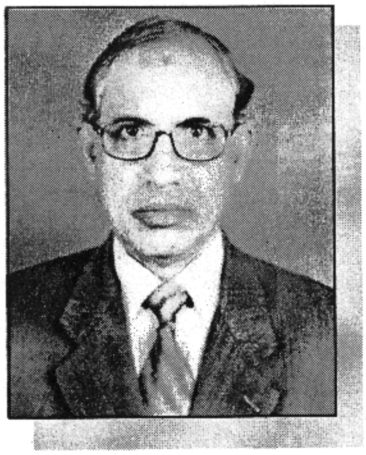

বাণী

শ্যামল বাংলার একটি নিবিড় জনপদ চরবাড়িয়া। স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে আত্মত্যাগকারী শহীদদের পবিত্র রক্তে এর ভূমি অলংকৃত। দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম এই চরবাড়িয়ায়। শিক্ষা এবং অন্যান্য কল্যাণকর ক্ষেত্রেও এখানকার জনগোষ্ঠী পিছিয়ে নেই।

অধিকতর শিক্ষা বিস্তার, জ্ঞান চর্চা এবং পরিশ্রুত জীবন চেতনার সু-মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে চরবাড়িয়া মুক্ত কুঞ্জ খেলাঘর আসর এর উদ্যোগে একটি বার্ষিক স্মারক প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এর উদ্যোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সাহিত্য সংস্কৃতি এবং শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশে এই প্রকাশনা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

(মোঃ হানিফ হাওলাদার)
জেলা রেজিষ্ট্রার
ও
উপদেষ্টা
মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর

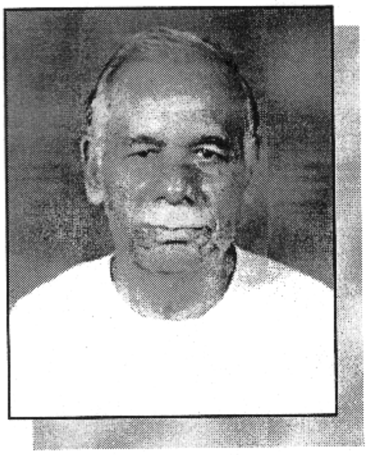

বাণী

শিশু-কিশোর সংগঠন খেলাঘর আসর শিশুদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে যোগ্য, নৈতিক গুণ সম্পন্ন সু-নাগরিক ও সমৃদ্ধ জাতি গড়ার লক্ষ্যে তাদের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর চরবাড়িয়া বরিশাল এ বছর একটি বার্ষিক স্মারক প্রকাশ করতে যাচ্ছে। আমি তাদের এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই।

শিশুদের মন নিস্পাপ, কোমল এবং এর পাশাপাশি কৌতুহলী। কৌতুহলী মন তার চারপাশ থেকে সকল প্রশ্নের সমাধানগুলো খুঁজে নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। খেলাঘর আগামী দিনের সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখে। তাই সে পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে শান্তির পক্ষে।

আমি মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের সকল সৃজনশীল উদ্যোগকে মোবারকবাদ জানাই এবং সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জীবন কৃষ্ণ দে

(জীবন কৃষ্ণ দে)
সভপতি
খেলাঘর জেলা কমিটি
বরিশাল।

বাণী

শিক্ষার সার্বজনীন প্রসারে সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম । সাহিত্য মানব সভ্যতার চেতনা ও সমৃদ্ধির ধারক। জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন খেলাঘর আসর শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর চারবাড়ীয়া প্রথম বার্ষিক স্মারক প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই ।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের দেশগড়ার কারিগর। শিশু-কিশোরদেরকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের সকল প্রচেষ্টার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি ।

(মোঃ জিয়াউল ইসলাম সাবু)
চেয়ারম্যান
চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
বরিশাল সদর, বরিশাল।

শুভেচ্ছা বার্তা

মানব কল্যাণে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি অবস্থান। একে অপরের পরিপূরক । এই সংস্কৃতি ব্যতিরেকে শিক্ষা পরিপূর্ণ রিকাশ লাভ করে না। আর খেলাঘর আসর তারই এক পুঞ্জীভূত জ্ঞান আহরণের পরির্পূণ ভান্ডার। তাই খেলাঘর আসরের সকল তাৎপর্য বহন করে আছে সারা বাংলার আনাচে-কানাচে। ছোট ছোট কচি-কাঁচা ও সবুজ কিশোরদের উপর ভর করা এই খেলাঘর আসরে লেখাপড়ার পাশাপাশি হরেক রকম খেলাধূলা ছাড়াও বিভিন্নমুখী শিক্ষার আলোয়ে ভরে উঠবে শিশুদের জীবন প্রবাহ। এ শুভ কামনায়ই আমাদের ক'জনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চরবাড়িয়া তালতলী 'মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর' প্রতিষ্ঠার সফল আয়োজন। যা মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর হিসেবে গত ১৯ মে ২০০৬ ইং সুধী ও গুণীজনদের মনমুগ্ধকর সমাবেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যাঁরা এই খেলাঘর আসরের সহযোগীতায় হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতেও সুশীল সমাজের সম্ভাবনাময় দিক নির্দেশনা, সুশৃঙ্খল গতিবেগ মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরকে আরো প্রাণবন্ত করবে এটাই আমার একান্ত কামনা।

পরিশেষে মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের সুদীর্ঘ স্থায়িত্ব এবং যারা ছিলেন সহযোগীতায় সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্থ্য জীবনের শুভ কামনায় ।

(মোঃ আব্দুল জব্বার)
সভপতি
মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর

শুভেচ্ছা বাণী

একটি জাতির বিপুল সম্ভাবনা, সকল উদ্ভাবন, জীবনের সমূদয় রূপ, সৌন্দর্য, গঠন,নির্মাণ ইত্যাদি সবকিছুরই আকর আমাদের শিশু-কিশোররা। তাদের বিকশিত হওয়ার পূর্বেই যাতে হারিয়ে না যায়, তাই শিশু-কিশোরদের গঠনমূলক পূর্ণতায় গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন সুদক্ষ পরিচর্যার। আর এর সঠিক পরিচর্যার জন্য মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের ভূমিকা অনন্য। প্রতিষ্ঠার শুরুতেই একটি বার্ষিকী স্মারক প্রকাশের যে উদ্যোগ নিয়েছে তা সত্যি প্রশংসণীয়।

'মুক্তকুঞ্জ' বার্ষিকী প্রকাশসহ সকল নান্দনিক প্রয়াসকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ।

(মোঃ লাল মিয়া)
প্রধান পৃষ্ঠপোষক

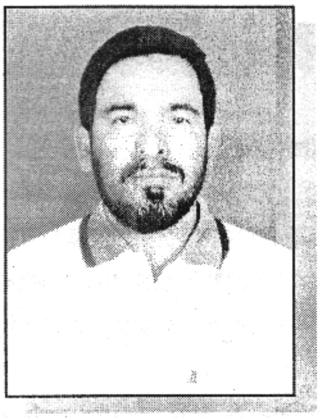

সম্পাদকীয়

শিক্ষা ও সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্র শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, জীবনানন্দ দাস, অশ্বিনী কুমার, বেগম সুফিয়া কামাল এর স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন জনপদ চন্দ্রদ্বীপের কীর্তনখোলার শাখা তালতলী নদীর তীরে অবস্থিত চরবাড়িয়া সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলার একটি জনপদ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সমহিমায় উজ্জ্বল চরবাড়ীয়ায় যুগে যুগে জন্ম দিয়েছে অনেক কৃতীমান মানব সন্তান। চরবাড়িয়া ঐশ্বর্য ও বীর্যবান দেশ প্রেমিক সাধারণ বাসিন্দারা ২৫ এপ্রিল ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে রেখে গেছে স্বাধীনতার ইতিহাসে গ্রামীণ জনপদের নতুন অবদান। স্ব-শিক্ষিত কৃষি জীবণের সঙ্গে সম্পৃক্ত মহান দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং মননশীল লেখক আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম এ ইউনিয়নে ।

মুক্তমনের চর্চা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এ এলাকার শিশু-কিশোরদের নির্মল চরিত্র, সুন্দর মন আর সুস্থ দেহের অধিকারীরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৬ সালের ১৯ মে প্রতিষ্ঠিত হলো 'মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর'। একটি শিশু সংগঠনের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সুধী সমাবেশ স্বার্থক আয়োজন আমাদের দিয়েছে অনেক প্রাপ্তি।

খেলাঘর শিশু-কিশোরদের শরীর গঠন,তাদের সুকুমার বৃত্তি সমূহের বিকাশের জন্য সব রকম সৃজণশীল কর্মকান্ড উৎসাহ জোগায়। খেলাঘর শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান উন্নয়ন করে। সাহিত্য মানব সভ্যতার চেতনা ও সমৃদ্ধির ধারক। সত্য ও সুন্দরকে সৃজন,লালন ও বিকাশের সমন্বিত প্রচেষ্টার একটি মাধ্যম হলো বার্ষিকী। এতে প্রস্ফুটিত হয় লেখক-লেখিকাদের সৃজণশীল প্রতিভা। মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসরের শিশু-কিশোরদের সম্ভাবনাময় সুযোগ সুবিধার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একটি বার্ষিক স্মারক সংখ্যা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

নানা প্রতিকুল অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বল্প সময়ে এবং অতিরিক্ত তাড়াহুড়ার কারণে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। আমাদের চেষ্টা ও আন্তরিকতার কোন অভাব এতে নেই। সীমাবদ্ধতা, লেখা সংগ্রহ, অর্থের কথা চিন্তা করে কলেবর বৃদ্ধি না করা ও বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করে পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের এ অক্ষমতাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি। সৃষ্টি কর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতি বড় কথা নয় বরং এর উদ্যোক্তাদের সৃজণী প্রতিভা ও সযত্ন প্রয়াস যথার্থই প্রশংসার দাবীদার।

পরিশেষে স্বপ্নের গন্ডি থেকে 'মুক্তকুঞ্জ' অবমুক্ত করতে যারা বাণী, লেখা, পরামর্শ এবং আর্থিক সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। বার্ষিকী সম্পাদনায় আমার সঙ্গে যারা পরিশ্রমের ঘাম ঝরিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমার অশেষ ধন্যবাদ। আপনাদের অব্যাহত সমর্থন মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর এগিয়ে চলার পথকে করুক আরো দীপ্ত, আরো প্রাণোচ্ছল। এ শুভলগ্নে সকল মুক্তকুঞ্জ ভাই-বোন,উপদেষ্টা, শুভাকাঙ্খী ও অভিভাবকবৃন্দকে জানাই একরাশ প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।

আলহাজ্ব আবদুল মন্নান

বাংলাদেশ খেলাঘর আন্দোলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

জালাল আহমেদ মৃধা

১৯৫২ সালের ২রা মে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট বাঙালী জাতীয়তাবাদ । বাঙালীর ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য এবং এর ধারাবাহিকতায় স্বাধিকার-স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে ইতিহাসের ধারা সমুন্নত রাখাসহ বিজ্ঞানমনস্ক নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে এদেশের নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোরদের সেই ধারায় প্রস্তুত ও যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে খেলাঘর আন্দোলনের জন্ম। দূর্ভাগ্য, পরিবেশ অনুকূলে না থাকায় খেলাঘরের সাথে এ লেখক কখনো জড়িত হতে পারেনি। কিন্তু যখন থেকেই খেলাঘর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠাতা প্রগতিশীল মহান ব্যক্তিদের ত্যাগের কথা বিস্তারিত জানার সুযোগ হল তখন থেকেই কিছু একটা না পাওয়ার গভীর বেদনা অনুভব করতে লাগলাম।

প্রাপ্ত তথ্যে খেলাঘর আন্দোলনের যে কথা বলছিলাম-কবি হাবিবুর রহমান ছিলেন খেলাঘরের প্রথম ভাইয়া। জাগ্রত খেলাঘর আসরের লড়াকু সৈনিক শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার, সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব শহীদ আলতাফ মাহমুদ, সাহিত্যিক সত্যেন সেন, সাংবাদিক-সাহিত্যিক রণেশ গুপ্ত তাদের যুথবদ্ধ স্বপ্ন ও উদ্যোগের ফসল খেলাঘর। জাতির ক্রান্তিলগ্নের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামেই খেলাঘর ছিল। ১৯৫৩ সালে খেলাঘর আসর নামক শাখা আসর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর সাংগাঠনিক অগ্রযাত্রা শুরু হয় । ১৯৫৪ সাল থেকে জেলায় জেলায় আসর গঠনের মধ্য দিয়ে সারাদেশে খেলাঘর আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম শাখা আসর গঠনের ৩ বছর পর ১৯৫৬ সালের ২২ জুলাই কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের প্রথম কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫৭, ৫৮, ৬২ সালে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয় । খেলাঘর আসরের পরিচালকের পদটি ভাইয়া। খেলাঘর প্রতিষ্ঠাতা কবি হাবিবুর রহমানের পর ভাইয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন আনোয়ার জাহিদ, মনজুর আহমেদ (অস্থায়ী), গোলামুর রহমান এবং বজলুর রহমান। ১৯৬৭ সালের ৫ মার্চ প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে গঠিত খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটি খেলাঘর আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসেছে। ২০টি শাখা আসরের অংশগ্রহণে বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত ওই প্রাদেশিক সম্মেলনে খেলাঘরের ৫ম কার্যকরী পরিষদ গঠনসহ সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয় ।

১৯৭০-এ বাংলা একাডেমীতে খেলাঘরের প্রতিনিধি সভায় ২৬টি আসরের অংশগ্রহণে গঠিত হয় খেলাঘরের ষষ্ঠ কার্যকরী পরিষদ। খেলাঘরের অন্যতম মূল কার্যক্রম সাহিত্যবাসর যা দেশের লাখ লাখ কবি-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক সৃষ্টি করেছে। ১৯৬৯ সালের ১৩ জুন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ৪১৭টি সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত হয়, যা দেশের অনন্য রেকর্ড। এ বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারী আয়োজিত বর্ণাঢ্য ছড়া উৎসব এক উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী। শুধু সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মসূচীই নয়, বিজ্ঞানমনস্ক নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে খেলাঘরই প্রথম এদেশে বিজ্ঞান খেলাঘর আসরের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের আন্দোলন শুরু করে।

জাতীয় ভিত্তিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ শুরুর অনেক আগে খেলাঘর নিজস্ব আয়োজনে জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ পালন করে। বিজ্ঞান খেলাঘর ৮৫-এ জাতীয় বিজ্ঞান কার্যক্রম, ৮৯-এ জাতীয় ভিত্তিক বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীসহ নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র অসংখ্য ক্ষুদে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংগঠক সৃষ্টি করেছে। খেলাঘর কেবলমাত্র শিশু সংগঠন নয়। শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে এটি এক আন্দোলনের নাম। শিশুদের যোগ্য বাসভূমি গড়ে তুলতে নিরাপদ শৈশব গঠনের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়তা করা, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত সুখী-সুন্দর বাংলাদেশে সৃজন খেলাঘরের এই আন্দোলন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী খেলাঘর আন্দোলনের ফসল। খেলাঘর আন্তর্জাতিক শিশু কল্যাণ সংস্থা সিনিয়র সদস্য সংগঠন। 'শিশুদের কথা শিশুরাই বলবে' শীর্ষক খেলাঘর শিশু পার্লামেন্ট কর্মসূচী এদেশের শিশু-কিশোর আন্দোলনের যুগান্তকারী কর্মসূচী। ২০০৩-০৪ সাল জুড়ে দেশব্যাপী এ পার্লামেন্টের জেলা ও আঞ্চলিক অধিবেশনে শিশু সদস্যরা অকপটে তুলে ধরে তাদের সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ মালা।

চলমান শিশু পার্লামেন্ট কর্মসূচী খেলাঘরের ভাই-বোন তথা শিশু সাংসদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই বলার এক সচেতনতামুলক ও গণতন্ত্র এক অনন্য সাধারণ শিক্ষা দিচ্ছে। পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার কাজ চলছে। খেলাঘরই ১৯৮৪ সালে ঢাকায় প্রথম শিশু নির্যাতন বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ৮৫-এ ঢাকায় শিশু শ্রমিক চান মিয়া হত্যার প্রতিবাদে খেলাঘর প্রতিবাদ মিছিল ও মামলার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে। ১৯৯৬-এ খেলাঘর আন্দোলন করেই ফরিদপুরের কারাবন্দী শিশু নূর জামালকে মুক্ত করে এবং শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা করায়। ১৯৯৭ সালে ফরিদপুরের খেলাঘর সদস্য নীপা ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে খেলাঘরের আন্দোলন শিশু নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনের এক মাইল ফলক, যাকে কেন্দ্র করে ইউনিসেফ এবং এসটিভি প্রামান্য তথ্য চিত্র তৈরি করে দেশ-বিদেশে প্রচার করেছে। 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' যুদ্ধ বিরোধী মানবতাবাদী আন্দোলনে খেলাঘর শান্তির স্বপক্ষে ৮৮ সালে বাংলাদেশের শিশুদের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে জাতিসংঘ মহাসচিব এর কাছে পাঠায়। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন ও এক তরফা যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে এবং ইরাকী জনগণ ও শিশুদের রক্ষা করার দাবিতে ২০০৪ সালের বিশ্ব শিশু দিবসে খেলাঘর ঢাকায় যুদ্ধ বিরোধী মিছিল এবং শান্তির সপক্ষে শিশু সমাবেশ করে। এছাড়া জাতীয় ভিত্তিক দাবা ও সাঁতার প্রতিযোগিতা ৮১-এ বিভাগীয় পর্যায়ে আনন্দমেলা ৮৯-এ ৭ দিনের জাতীয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পসহ খেলাঘরের অসংখ্য ক্রীড়া কর্মসূচী এদেশের ক্রীড়া আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে। জাতীয় ভিত্তিক বৃক্ষরোপন অভিযান ৮৯, ৮৫ এর জগন্নাথ হল দূর্ঘটনায় খেলাঘর কর্মী ও ভাই বোনদের স্বেচ্ছায় রক্তদান, ৯১ এর জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার্ত মানুষের ১৯৮৮, ৯৮, ০৪ মধ্যে ত্রাণ বিতরণ এবং শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণসহ অসহায় দুস্থ-দরিদ্র মানবতার পক্ষে খেলাঘরের পদচারণা গত ৫৪ বছরে ঘটেছে অসংখ্যবার।

খেলাঘর শুধু দেশেই নয়, বিদেশের মাটিতেও এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালি সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, এক কথায় বাংলাদেশকে পরিচিত ও সম্মানিত করেছে অসংখ্যবার। এদেশের ইতিহাস একমাত্র প্রথম সার্ক শিশু-কিশোর মৈত্রী মেলার আয়োজনের কৃতিত্ব খেলাঘরে ২০০১ সালের ৩ দিনের ওই মেলায় বাংলাদেশসহ সার্ক দেশগুলোর শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক জানাশোনা, মৈত্রী ও বন্ধুত্বের এক গৌরবময় বন্ধন রচিত হয় । ১৯৭২-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর, ৭৯-এ চিলড্রেনস ইন্টারন্যাশনালের সামার ভিলেজের ইউরোপীয় ক্যাম্পে যোগদান, ৮১-এ ডেনমার্কের মোল রোডে অনুষ্ঠিত চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল সামার ভিলেজ শিবিরে অংশগ্রহণ, ৮২-এ সি আই এস ভির ক্যাম্পে ও একই বছর ভারতের দিল্লিতে শীতকালীন ক্যাম্পে আবার ও অংশগ্রহণ, ৮৬-এ মস্কোর আর্তেক শিশু ক্যাম্পে যোগদান, ৮৬ ও ৯০ সালে সিমিয়া সম্মেলনে যথাক্রমে হাঙ্গেরির বুদাপেষ্ট ও এথেন্স গমন, ৯৭-এ ভারতের শিশু কিশোর সংগঠন কিশোর মেলায় আমন্ত্রনে মৈত্রী মেলায় অংশ গ্রহন, '৯৬, '৯৭, '৯৮, '৯৯,২০০০, '০১, '০২, '০৩ ও ০৫ সালে ভারতের সব পেয়েছির আসর এর বার্ষিক শিশুশিক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ ছাড়াও ২০০১ সালে ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উৎসবে অংশ নিয়ে খেলাঘর বিদেশে বাংলাদেশের যোগ্য রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করে। পাড়ায় পাড়ায় খেলাঘর গড়ে তোলা, আমরা কারা শান্তির পায়রা ইত্যাদি খেলাঘরের সংগঠনিক আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা খেলাঘরের আদর্শিক শ্লোগান।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসব, শিশু-কিশোর অভিভাবক সমাবেশ ও র‍্যালি, জাতীয় ভিত্তিক, শিশু-কিশোর সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতাসহ অসম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে খেলাঘরের আদর্শিক আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে ।

এক সময়ে এই বরিশালে ২০টি শাখা আসর দন্ডায়মান ছিল। কালের আবর্তে অধিকাংশ আসর এর অস্বিত্ব নেই। রক্ত ঝুমুর, শুকতারা, ছায়াঘেরা, মুক্ত বিহঙ্গ, মুক্তকুঞ্জ (নতুন) শাখা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে চলছে।

মুক্তকুঞ্জ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

মোঃ আইউব হোসেন

স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে আজকের ২০০৬ সালের ১৯ মে এই দিনটি বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ বিশাল এর কর্ম পরিধি আর বাস্তবতা ; প্রতি বছর এই দিনটি মুক্তকুঞ্জের ভূমিকা স্মরণ করার জন্য পালিত হবে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

প্রচন্ড অভাব আর প্রবল স্বপ্ন নিয়েই আমাদের শিশুর জীবন। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন বড় হবার উগ্র বাসনা উস্কে ওঠে। কারো ধনী বা ধনকুপ হবার বাসনা, কারো ক্ষমতা বা দাপটের সাথে সমাজে বসবাস করার বাসনা। শহরের ধনবানদের বাড়ী-গাড়ী দেখে আমাদের মনে ধনী হওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস জেগে থাকে। যার ফলে আমাদের ছেলে মেয়ে লেখা পড়া করে বিদ্যান হওয়ার চেয়ে বিত্তবান হওয়ার স্বপ্নে বিভোর থাকে অনেকেই।

আমরা দেখেছি অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের মা-বাবা মনে মনে তাদের সন্তানকে এমন শিক্ষিত করতে চায়, যাতে তারা ভবিষ্যতে অঢেল অর্থ উপার্জন করতে পারে। সে জন্য তাদের সন্তানকে কেহ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কাষ্টমস বা পুলিশ অফিসার বানাতে চায়। কিন্তু কেউ তাদের সন্তানকে কবি, সাহিত্যিক,লেখক, বিজ্ঞানী বানাতে চায় না। আসলে সবাই ব্যক্তি স্বার্থে ব্যস্ত। সমাজ রাষ্ট্র বা মানবতা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না ।

সন্তানের আয়ে রাতারাতি সবাই বড় লোক হতে চায়, দাপট দেখানোর ইচ্ছা আজকাল সবাইর মনে দানা বেঁধে থাকে। ফলে আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে মুক্তকুঞ্জের ভাই-বোনদেরও দাপট সৃষ্টি করে দেয়া জরুরী। আর এ দাপট হবে সেই দাপট, যে দাপট সকল ভাইবোনদের একত্রিত করে মুক্ত মন নিয়ে সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ সহ ভাইবোনের সকল কাজে উৎসাহ জোগাতে পারবে। আর এ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সার্থক হবে সে দিন যে দিন মুক্তকুঞ্জের গঠণ প্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতীয় দিবসগুলো পালন, উৎযাপন করাসহ এলাকা বরণীয় স্মরণীয়দের স্মরণ করতে পারবো।

এই দিন সার্থক হবে সেই দিন, যেদিন মুক্তকুঞ্জের সকল ভাই-বোনদের মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি সজাগ ও সচেতন করে তুলতে পারবো, সকলের সুখ দুঃখে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির শিকার; বিভ্রান্ত রাজনীতি, স্বাধীনতা কাঙ্খিত সামাজিক কার্যক্রমের সঠিক অনুসন্ধান পৌছে দিতে পারবো জনগণের দোড় গোড়ায়।

নরম কাদার সৃষ্ট চরবাড়িয়া একটি সুন্দর জনপথ। চরবাড়িয়ার জনগণ রক্ত দিয়ে, সম্পদ দিয়ে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অবদান রেখে গেছেন তাদেরকে ইতিহাস কখনো ভুলবে না। তাদের স্মরণে তালতলী ৪৭ জন শহীদের 'স্মৃতি ফলক' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই স্থানে জন্মলাভ করেছেন বাংলাদেশের গৌরব, চারণ দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর। সেই সকল শহীদ ও মুক্তিযুদ্ধের অবদানকে স্মরণে রাখা এবং মুক্ত মনের চর্চায় সমাজের কুসংস্কারকে দূরীভূত করার লক্ষে তাঁর অনবদ্য প্রকাশনাকে বহুল প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক মুক্তকুঞ্জের ।

এ পরিকল্পনা নিয়ে বিশাল পথ চলা মুক্তকুঞ্জ পথের সন্ধান জোগাবে। মুক্তমনের মুক্তকুঞ্জ যেন সার্থকতা লাভ করতে পারে। তার জন্য সদস্যদের প্রতি অনুরোধ রইল। সকলেই সুস্থ্য থাকুন, সকলের প্রতি একরাশ শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো লেখা শেষ করছি ।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে শিশু শ্রমিক

এস.এম. জালাল

বরিশাল নগরীর কর্মজীবী শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। এক দিকে দারিদ্রতা অন্য দিকে সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পরছে ভাগ্য বিড়ম্বিত শিশুরা। ঝুঁকি পূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের বিরত রাখতে সরকারি কোন উদ্যোগ না থাকায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যার আশঙ্খাজনক হারে বাড়ছে। এ সকল শিশুরা শ্রম দিলেও ন্যায্য মজুরী, চিকিৎসা সেবা ও বিনোদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্বেই ঝরে পড়ছে। জানা গেছে বরিশাল নগরীতে প্রায় তিন সহস্র শিশু বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। এদের কেই কেউ শিক্ষানবিশ হিসেবে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করছে। অনেকে ৫০ টাকা থেকে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে কাজ করছে। সকাল ৮টা থেকে বিকেল পাঁচটা বা সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে, ওয়েল্ডিং, রিক্সা চালানো, বিড়ি কারখানায় তামাক ভাঙ্গার কাজ বিভিন্ন কারখানায় মেশিন চালান, টেম্পু বাসের হেলপার, ইটেরভাটা, কাঠমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, মোটর গ্যারেজ, সেলুনে কাজ করা, মাছ ধরা ও বিক্রি করা, হোস্টেল ও চায়ের দোকনে, সুতা কারখানায়, বিস্কুট ও চানাচুর, সেমাই কারখানা, ফেরি করা ও গৃহপরিচারিকার কাজ করছে। এ সকল কাজে শিশুদের কম মূল্যে পাওয়া যায় বলে প্রতিষ্ঠানের মালিকরা শিশুদের বেছে নেয় । নগরীর বিড়ি কারখানা ও ওয়ার্কশপ ওয়েল্ডিং কাজে নিয়োজিত শিশুরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটে, একটা খুপড়ির মত ঘরে মেশিনে তামাক ভাঙ্গার কাজে মাসিক আয় ৩০০ টাকা। দিন-রাত মিষ্টির প্যাকেট, তৈরীর কাজে মাসিক আয় ১৫০/- টাকা আর ওয়েল্ডিং এবং গ্রেডিংয়ের কাজ করে পাচ্ছে ৫০০ টাকা। অনেকে কাজ করে কামারের দোকানে। বরিশাল নগরীর নথুল্লাবাদ এলাকায় ফরাজী ওয়ার্কশপে কাজ করে জুয়েল (৯) সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তার ডিউটি লোহার গ্রিল জোড়া লাগান, পিটিয়ে সোজা করাসহ অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় তাকে। জুয়েল জানায় সে মাসে ৩০০টাকা পায় পারিশ্রমিক। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা করা হয়নি বলল সে। বিসিক শিল্প নগরী চানাচুর কারখানায় কাজ করে রতন (১০) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা দাঁড়িয়ে চানাচুর ভাজে। কষ্ট হয়না জিজ্ঞেস করতে বলল কষ্ট না করলে খাব কি? এভাবে বহু শিশু বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত। কাশিপুর বিড়ি কারখানায় তামাক ভাঙ্গার কাজ করে বেলাল (৮) প্রতিদিন ১৫/২০ টাকা আয় তার। কাজের উপর নির্ভর করে এ টাকা পাচ্ছে সে। কিন্তু ১ দিন কাজ না করলে উপোস থাকতে হয়। এক দিকে দারিদ্রতা অপরদিকে পরিবারের অধিক সদস্য সংখ্যা থাকায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক সে, সংসারে হাল ধরতে হচ্ছে। এসব শিশুদের নগরীর চরকাউয়া খেয়াঘাটে একাধিক রয়েছে ইঞ্জিন চালিত ট্রলার চালানোর কাজে প্রতিদিন শতাধিক মানুষ কীর্তনখোলা পারাপার হয় এই ট্রলার ও নৌকা যোগে। প্রতিটি ট্রলার নৌকায় শিশু শ্রমিক রয়েছে। কেউ বেতনে কাজ করে আবার কেউ পিতার সাথে সহযোগিতা করে। ইটের ভাটায় কাজ করে সজিব (৮) তার বাড়ী পলাশপুর বস্তিতে, ওর বাবা নেই। বাবা মারা গেছে দু'বছর। ওকে দেখার মত কেউ নেই। ওর ওস্তাদ হাবিব তিনি ২০ টাকা করে দেন। তা দিয়ে ২ মুঠো ভাত খেয়ে থাকে। ওর মা তছলিমা ভিক্ষা করে।

শহরতলী এলাকার দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই উল্লেখিত কাজের সাথে বেশী জড়িত।

পল্টুর চশমা

বিধান সরকার

পল্টু, ইয়া বড় ফিগার। সকালের নাস্তায় সে দু'কুড়ি পড়োটা, চারহালি ডিম ভাজা অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে। ওর পর এক ঘড়া জল পান করে সুখের ঢেকুর তোলার সময় যেন সিংহের গর্জন তোলে। নতুন কেউ হলে তো পিলে চমকে যাবার মত অবস্থা। শিশুদের বেলায় কানে তুলো না দিলে ১০০ ডেসিবলের ঢেকুর তোলার শব্দে অঘটন ঘটার সম্ভবনাই বেশী থাকে। তবে গানের গলাটা তার চমৎকার। বহু দিনের শক একটা গিটার কিনে জর্জ মাইকেলের ন্যায় পোল্টি ফার্মের মাঠে ওপেন কনসার্ট করার। কেউ কেউ নাকি উৎসাহ যুগিয়েছিল। কিন্তু শেষ মেশ হয়ে ওঠেনি বলে টেবিলে টোক্কা বাজিয়ে 'ও ডাক্তার' গানটি গেয়ে ভক্তদের আনন্দ দিতে চেষ্টা করে। বিশ্বকাপে তার প্রিয়দল ব্রাজিল হেরেছে বলে মাথা টাক করে রেখেছে। এই টাক আগামী বিশ্বকাপে ব্রাজিল শিরোপা জেতার আগ পর্যন্ত থাকবে বলে সে অভিনব পণ করে বসে আছে। দেখতে বেমানান পাছে কেউ টাক নিয়ে কিছু বলে ও নিয়ে পল্টুর মাথা ব্যথা নেই। উল্টো সে গর্ব করে সদর রোড পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়।

সেই পল্টুর শখ জাগলো রোদ চশমা কিনবে। আমাকে একদিন জোর করে ধরে নিয়ে চশমার দোকানে উপস্থিত। এক এক করে দোকানী বিভিন্ন দামের চশমা দেখাতে থাকে। পল্টু এটা কাড়ে,ওটা ধরে, আরেকটা চোখে দিয়ে দেখে কোনটাই তার পছন্দ হচ্ছে না। দোকানী লোকটা বুঝতে পেয়ে রক ষ্টাইলের চশমা বের করতে থাকে। প্লাষ্টিকের ফ্রেমের উপর সিলভার কালারের প্রলেপ দেয়া ডিম্বাকৃতির চশমাটি ওর পছন্দ হয় । সাথে সাথে আরো একটা খয়েরী কালারের ফ্রেম অর্ডার দিয়ে রাখে । ওটার ফটোসান লাগায়ে রাতের বেলায় ও ঘুড়বে বলে। চশমা পছন্দ হওয়াতে দোকানীর চাহিদা অনুযায়ী দ্বিগুন মূল্য দিয়ে স্ফূর্তিতে হন হন করে বেড়িয়ে পড়ে। দোকানী ক্রেতাকে চিনতে পেরে ফের আমেরিকান অরজিনাল রক স্টাইলের চশমা পাইয়ে দিতে আগাম তারিখ জানায়ে রাখে দোকানে আসতে।

চাখার থাকাকালীন সময়ে বাল্যবেলার পুরানো বন্ধু স্বপন দিন কয়েক হলো বিলেত থেকে ফিরেছে। এসেই ফুটবল খেলার সাথী পল্টুকে খুঁজে বের করা। কত কথা,কত গল্প, পল্টুর পাগলামি সব মিলিয়ে একদিন সুন্দরবনে যাবার প্রস্তাব তোলে বন্ধুটি। পল্টুও রাজী হয় কখনো যায়নি বলে যদিবা সত্যি সত্যি বাঘের দেখা মেলে। ইংল্যান্ডের তৈরী একনালা রাইফেলটি নিয়ে বন্ধু স্বপন বেড়িয়ে পড়ে পল্টুকে সাথে নিয়ে । স্বপনের হাতে রাইফেল থাকলেও সে বাঘের ভয়ে খুউব সাবধানে চারিদিকে চোখ রেখে চলাফেরা করে। কিন্তু পল্টুর সেদিকে ড্যাম কেয়ার ভাব; সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল দেখবে বলে ওর একমাত্র সাধনা। হঠাৎ বনের মধ্যে একটি কুয়েতে হরিণ দলের জল পানের দৃশ্য দেখে নিরাপদ দূরত্ব নিয়ে পল্টু বসে পড়ে। বানরের কোন সংকেত নেই, চারিদিকে কোন শব্দ নেই কিন্তু হঠাৎ করে হরিণের পালসুদ্ধ দৌড়ে পালাতে দেখে। অমনি পল্টু পেছনে তাকায়ে দেখে ওর খুব কাছাকাছি বড়-সড় মাপের এক রয়েল বেঙ্গল টাইগার ধেয়ে আসছে। কাল বিলম্ব না করে পল্টু ঘুড়ে দাঁড়িয়ে সিলভার কালারের ডিম্বাকৃতির রক স্টাইলের চশমাটি চোখে দিয়ে ডান হাত জাগিয়ে ১০০ ডেসিবলের একটি হাই তোলে। অমনি রয়েল বেঙ্গল টাইগারটি লেজ উঁচিয়ে উল্টো দৌড়ে পালায় ।

বাড়িতে ফিরে বিলেত ফেরত বন্ধুর মাধ্যমে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে পল্টুর ডিম্বাকৃতির চশমাটির ধিক্কারের বিপরীতে প্রশংসা বহুগুণে বেড়ে যায়। চ্যাংরা গোছের ছেলেদের মধ্যে কেউবা ডিম্বাকৃতির ওই রক ষ্টাইলের চশমার ব্যবহার শুরু করলে পল্টু ওর মহল্লায় তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইতোমধ্যেই পল্টু চশমার জোরে বাঘের কবল থেকে ফিরে আসার নামের আগে বিশেষণ হিসেবে কোন পল্টু, চমশা পল্টু বলে উপাধি পায় ।

মিউনিসিপ্যালটির নির্বাচন এলে চশমার সুনামের বদৌলতে পল্টুকে চশমা প্রতীকেই প্রার্থী করানো হয় । চশমার সুনাম ও জোয়ারে সত্যিই পল্টু নির্বাচনে জয়লাভ করে। বিজয়ের আনন্দে ঠোঁটকাটা এক পল্টু ভক্ত শ্লোগান তোলে প-উ-ত-তু ভাইয়ের চ-ত-মা সবার মাঝে বিশেষ করে ছোট্ট শিশুদের মধ্যে বেশ আনন্দের ও হাসির উদ্রেক করে। শিশুদের হাসি শুনে ডিম্বাকৃতির সিলভার কালারের রোদ চশমাটি চোখে দিয়ে বুকের ছাতি ফুলিয়ে ১০০ ডেসিবল শব্দের হুংকার ছেড়ে বলে উঠে- শহরটা মামার আর মহল্লা আমার। মতার স্বাদে পল্টুর ১০০ ডেসিবল হুংকারে বেশ কিছু শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ওর পর আর শিশুরা পল্টুর চারি সীমানা দিয়েও হাঁটতে অনীহা প্রকাশ করতো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক (রাহাত)
সপ্তম শ্রেণী

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলায় নাগের নাচাই মাথায় নাচি।

অধিকার কথাটি বাঙালিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। আর এই অধিকার কেউ কোনদিন এমনি দিয়ে যায় না। অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। একথা পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে দেশে দেশে বাস্তবতার মাপকাঠিতে যথার্থ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এদেশ ছিল পাকিস্তানীদের কাছে পরাধীন। পাকিস্তানীদের শোষণ আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এদেশের জনগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দেশবাসী আওয়ামীলীগকে একচেটিয়া ভোট দেয় কিন্তু তৎকালীন সামরিক সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে প্রতিশ্রুতি মতে দেশের শাসনভার তুলে দিতে তালবাহানা শুরু করে। তারা জনগণের রায়কে বানচাল করার চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার নাম করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য সামন্ত এনে এদেশবাসীকে বুলেটের আঘাতে স্তব্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্র করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গভীর রাতে হানাদার বাহিনী এদেশের মুক্তিকামী সাধারণ নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আক্রমন করে পলিশ ও বি.ডি.আর হেডকোয়ার্টার সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাংলাদেশের মুক্তকামী মানুষ এহেন বর্বর হামলার কাছে নত স্বীকার করেনি। এদেশে আবালবৃদ্ধ–বণিতা, ধর্ম-বর্ণ গোত্র ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে যার যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। শুরু হয় গেরিলা পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধ। বন্ধ হয়ে যায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস আদালত, অচল হয়ে পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা। সারাদেশ জুড়ে শুরু হয় সংঘর্ষ। হানাদার বাহিনী হত্যা করে এদেশের প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষকে। এ অবস্থায় বাংলার ছাত্র যুবক নেতা ভারতের সহযোগীতা ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় নেয় যুদ্ধের ট্রেনিং তারা অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হানাদার পশুদের উপর। এভাবে যুদ্ধ চলে নয় মাস। এই নয় মাসে বাংলার মানুষ প্রমাণ করে যে, "বাংলার মাটি দূর্জয় খাটি"।

শেষ পর্যন্ত পাকবাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর নিকট ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সামরিক শক্তিকে পরাস্ত করে আমরা স্বাধীন হয়েছি। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ একটি গৌরবময় স্থান পেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে দেশ স্বাধীন হলেও দীর্ঘ পয়ত্রিশ বছরেও আমরা কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে পারি নি। তাই কবি বলেছেন–

"স্বাধীনতা হে স্বাধীনতা
আমার প্রতিটি রক্ত কণায়
এক উজ্জ্বল অনুভূতি।"

মুক্তিযুদ্ধ

জুবাইদা ইসলাম জেবু
অষ্টম শ্রেণী

বাঙালির সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস থেকে জানা যায় সে চিরকালই বন্ধন অসহিষ্ণু। বাঙালির মনের গহীনে রয়েছে তার প্রতিবাদের ভাষা। নিজের প্রতি অন্যের অত্যাচার তা কখনোই সে মেনে নিতে পারে নি। তাই বারবার এখানে অত্যাচারী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। অবশেষে ১৯৭১ সালের এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালি অর্জন করে তার স্বাধীনতা। ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যোগাবে।

ব্রিটিশ শাসনের প্রায় দু'শ বছর বাঙালি জাতি তাদের কাছে অত্যাচারিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে সেই অত্যাচার থেকে এ উপমহাদেশের মানুষ মুক্তিলাভ করলেও মুক্তি আসেনি বাঙালি জাতির তথা আমাদের। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পর থেকে এক একটি দুয়ার খুলতে খুলতে বাঙালিরা স্বপ্ন দেখে এক নতুন জাতির। আরও দেখে মুক্তির স্বপ্ন। বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণে লাখ লাখ জনতার উপস্থিতিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে 'যার যা কিছু আছে' তা দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য আহবান জানায়। কিন্তু ভীরু কাপুরুষের মত ২৫ মার্চ মধ্যরাতে নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙ্গালীর উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকসেনারা। তারপরই বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষনার বাণী প্রচার এবং "বীর বাঙালি অস্ত্রধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'- এই রক্তচেতনা শ্লোগান দিয়েই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদাররা এদেশের মানুষের প্রতি চালায় নির্যাতন-ধর্ষন-হত্যাকান্ড। এভাবে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ পাকহানাদার বাহিনীরা রেসকোর্স'ময়দানে আত্মসমর্পন করে। এভাবে বাঙালি জাতি স্বাধীন হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে আমাদের যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার মূলে কাজ করছে মুক্তিযুদ্ধের এই ধাপগুলোই।

এই ৩৫টি বছরে নানাভাবেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাগুলি বিকশিত হয়েছে বাঙালির মনে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের সাহিত্য বিশেষ করে গল্প, কবিতা, কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস মোট কথা আমাদের কথা সাহিত্যে এক নবতর সাহিত্য ধারা জন্ম দিয়েছে। তাছাড়া গান ও নাটকেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ব্যাপক।

আমাদের দেশাত্মবোধক গানের ক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার এনেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। মোটের উপর হিসেব করতে গেলে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনে সর্বস্থানে ব্যাপকতা ছড়িয়ে দিয়েছে। মুক্তির জন্য হয়েছিল যুদ্ধ। তাই বাঙালিরা আজ সর্বক্ষেত্রেই মুক্ত। বাঙালির এ মুক্ততা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আনন্দের উল্লাস করা দেখে আজ নিজেরই লিখতে ইচ্ছে করছে কিছু লাইন-

"মুক্তির জন্য হয়েছিল এ যুদ্ধ,
তাই এর নাম মুক্তিযুদ্ধ।
মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালীর চেতনা
একে ঘিরেই বাঙ্গালীর সকল বেদনা।"

সাজতে গিয়ে

জান্নাতুল ফেরদৌসী
ষষ্ঠ শ্রেণী

যেমন খুশি তেমন সাজ
সাজতে গিয়ে ভূত,
নিজেই কেবল ভয় পেল সে
কান্ড কি অদ্ভুত।
ভূতের পোষাক সব খুলে সে
মারল খেঁচে দৌড়,
দর্শকেরা করল তারা
চোর গেল রে চোর।

স্বাধীনতা

হালিমা খাতুন
ষষ্ঠ শ্রেণী

শত বর্ষ ছিন্ন মায়ের
বাঁধন ছেঁড়ার পর
পেলাম মোদের স্বাধীনতা
ষোলই ডিসেম্বর।
গল্প কথাকে হার মানিয়ে
ভূ-বাসিকে চমকে দিয়ে
বাংলাদেশের কোমল মানুষ
সাজলো ভয়ংকর,
'৭১ এর দুর্বিসহ নয়টি মাসে
রক্ত দিয়ে ছিনিয়ে আনলো
এক বিজয় মালা
সেতো মোদের অহঙ্কার।

একুশ

সাবরিনা মমতাজ
৬ষ্ঠ শ্রেণী

একুশ তুমি তিন অক্ষরের ছোট্ট একটি নাম
তুমি যেন বাংলাদেশের হাজার ছেলের দাম।
তুমি প্রথম যেদিন এসেছিলে বাংলাদেশের তরে।
হৃদয় মোদের কেঁপেছিল ভিনদেশীদের ডরে।
তবু মোরা ভয়ের মধ্যে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে
পেয়েছি এই বাংলাদেশের নাম,
তাই একুশ তুমি স্মরণীয়
মোদের মনের মাঝে;
চিরদিন স্মৃতির মাঝে থাকবে
রাখতে মোদের মনে।

পথের শিশু

মরিয়ম নেছা স্বর্ণালী
শ্রেণী ৬ষ্ঠ

পথের শিশু পথেই থাকে
কেউত নেয় না খোঁজ,
ক্ষুধার জ্বালায় পরে থাকে
পায় না কোথায় ভোজ।
আবার শুনি এরাই নাকি
এই দেশেরই রত্ন
হেলায় খেলায় কাটছে এরা কেউত নেয় না যত্ন
শেষ পর্যন্ত- এরাই যে
এই দেশেরই ভিখারী
আর নইলে চোর
নয়ত বা সন্ত্রাসী ।

স্বাধীনতা জয়ী

মোঃ রাকিব হোসেন (সাহিদ)
শ্রেণী-৭ম

বাংলার মানুষ প্রতিদিন যেমন ঘুমায়
ঘুমিয়েছিল তেমনি সেই রাতে,
হানাদার বাহিনীরা বাঙালির উপর
ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্ত্র হাতে।
নিরীহ বাঙালী দোষ করেনি কিছুই
তবুও ঝাঁপিয়ে পড়ে!
আগুন লাগাল হাট বাজারে-
লাগাল বাংলার ঘরে ঘরে।
কত মায়ের ইজ্জত ছিনিয়ে
কত বাঙালি হত্যা করে।
ওদের আঘাতে কলি থেকে ফোটা ফুল
অকালে ঝরে পড়ে।
তবুও বাঙালি ওদের কাছে
করেনি নত শির।
ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে
বাংলার যত আত্মত্যাগী বীর।
অনেক প্রাণ আর রক্তের বিনিময়ে
মোরা বাংলা করলাম জয়,
ওদের আঘাত থেকে মোরা হলাম
একেবারে নির্ভয়।
সবশেষে হানাদার বাহিনী পরাজিত হয়ে
বাঙালির কাছে হার মানে।
বাঙালি স্বাধীনতা জয়ী হয়েছে
বিশ্ববাসী তা জানে।

নানা বাড়ী

মিরাজ
৪র্থ শ্রেণী

অধম মিরাজ নামটি আমার
থাকি নানা বাড়ি
তাই নিয়ে কত লোকের
কত বাড়া বাড়ি,
হেসে খেলে চলছিল বেশ
হঠাৎ এলো ঝড়।
বানের জলে ভেসে গেল
ছোট কুঁড়ে ঘর।

প্রেরণায় কবি নজররুল

আলহাজ্ব আবদুল মন্নান

হে বিদ্রোহী কবি নজরুল
আজি তুমি কত কাছে,
তবুও ভাবি কত না সুদূরে।
জীবনের অপরাহ্নে আজি
তোমায় স্মরণে জনতার মিছিল।
তোমার দেয়া চেতনার সুরে
চিরন্তন রবে এ বাংলার ঘরে ঘরে।
তোমার দেয়া স্বপ্নতে জীবন পেলাম অল্পতে,
তোমার দেয়া শিহরণে শক্তি পেলাম বাহুতে।
দেখানো তোমার দূর্গম পথ,
পেলাম আমরা সহস্র উপাদান।
দেখে স্বপ্নের মাঝে গেলাম আমরা উঁচু স্তরে,
তোমার দেয়া আর্শিবাদে পরিণত হলাম ভাল জাতিতে।
কণ্ঠে সাম্যের গান বাঙালী করল তোমায় সম্মান ।
বিষের বাঁশির সেই সুর আজো শুনি,
এসিড দগ্ধ নারী আর মুক্তিকামী মানবতার আত্মার।
বাঙালী জাতির ভাগ্য নিয়ে চলছে ষড়যন্ত্র রাজনৈতিক মহলে,
মৌলবাদ আর বোমার আঘাতে জাতি আজ কাঁপছে
রাজনীতি আর মিথ্যাচারে জাতি আজ ডুবছে।
তুমি যদি আজ থাকতে সন্ত্রাস আর নির্যাতন দেখতে,
বিদ্রোহীর হুঙ্কারে লিখতে কত সহজ করে।
যদি তুমি পথ দেখাতে,
ভয় পেতাম না অস্ত্র আর বোমাতে।

সচেতন হও

নুপুর আকতার সুর্বণা
১০ শ্রেণী

সুখ ভরা জীবন আর হাসি ভরা মন
স্বপ্নময় আশা আর প্রিয় আপন জন।
মনোরম প্রমাদ আর চিরচেনা মুখ।
অনাবিল জীবন আর অগণিত সুখ।
সব ছেড়ে এক দিন চলে যেতে হবে,
গাড়ী-বাড়ী প্রিয় জন কেউ নাহি রবে।
গড়েছ দালান কোঠা করেছ রঙ্গীন,
অরণ্যে রবে পড়ে সব বস্ত্রহীন।
সফলতা যদি পেতে চাও
আল্লাহর পথে তবে সচেতন হও।

আমি ভাল হতে চাই

মুনা
৮ম শ্রেণী

আমি ভাল জ্ঞানী হতে চাই
যদি জ্ঞানী জনের সন্ধান পাই।
আমি সুন্দর হতে চাই
যদি সচ্ছতার সন্ধান পাই।
লেখাপড়ার পারদর্শী হতে চাই
যদি ভালো কোন শিক্ষাগুরু পাই।
আমি পান্থ পথের পথিক হতে চাই
যদি পথের সঠিক দিশা পাই।
আমি চাঁদের আলোয় আলোকিত হতে চাই
যদি নিষ্কলংক চাঁদের আলো পাই।
এ জগতে হায় চাওয়ার শেষ নেই
পেয়েছে কতজন,
কত কিছু চেয়ে থাকে
এ অবুঝ মন।

স্বদেশ তুমি কার

সৈয়দ তাসরিফ আলম
দশম শ্রেণী

হে আমার স্বদেশ,
তুমি কি ছেঁড়া কোন রক্তাক্ত কবিতা ?
হে আমার স্বদেশ,
তুমি কি মায়ের আদর মাখা বুলি ?
হে আমার স্বদেশ,
তুমি কি শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবি ?
হে আমার স্বদেশ,
তুমি কি ভোরের পূর্বাকাশে রাঙা রবি ?
হে আমার স্বদেশ,
তুমি কি আবির রঙে রাঙা নদীর কুল?
হে আমার স্বদেশ,
তুমি কি নদীর ধারে শুভ্র কাঁশ ফুল ?
হে আমার স্বদেশ,
তুমি কি ঘাসে ঘাসে ভরা সবুজের মাঠ ?
হে আমার স্বদেশ,
তুমি কি আমার চিরচেনা পুকুরের ঘাট ?
হে আমার স্বদেশ,
তুমি কি বীর শহীদের তাজা রক্তের দাগ ?

বোকা ছেলে

রুবাইয়েত হোসেন খান (রাবু)
৬ষ্ঠ শ্রেণী

মা বলেন পড়তে আমায়
বাবা বলেন লেখতে,
আমার শুধু ইচ্ছে করে
লাটিম নিয়ে খেলতে।
গাছে উঠে কাকের বাসা
ভাল লাগে ভাঙ্গতে।
আরো ভাল লাগে আমার
নদীতে গোছল করতে।
স্কুলে যাবার সময় হলে
বাড়ি থেকে যাই পালিয়ে,
মা আমায় খুঁজে এনে
কানটা ধরে বলে
আর কখনো এমন করে
স্কুল ফাঁকি দেবে ?
পরীক্ষা দিতে গিয়ে
প্রশ্ন দেখে যাই হাঁপিয়ে,
সাদা খাতা জমা দিয়ে
যাই যে দ্রুত পালিয়ে।
ছোট ছোট ভাই-বোনেরা
তোমাদের বলে যাই
আমার মত বোকা তোমরা
হয়ো নাকো ভাই?

হাসি আনন্দ

ইসরাত জাহান মীম
৭ম শ্রেণী

হাস্য শুধু আমার সখা অশ্রু আমার কেহই নয়
হাস্য করেই অর্ধজীবন করেছি তো অপচয়,
চলে যাবে সুখের রাজ্য, দুঃখের রাজ্য নেমে আয়
গলা ধরি কাদঁতে শিখি গভীর সমবেদনায়।
সুখের আগে ছেড়ে করি দুঃখের আগে সহবাস
ইহাই আমার ব্রত হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।
যেথায় ক্লান্তি যেথায় ব্যাধি,যন্ত্রণা ও অশ্রুজল
ওরে তোরা হাতটি ধরে আমায় সেথায় নিয়ে চল।
পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা তাহাই শুধু চরম নয়
জ্ঞানী দেখে কাদঁতে শেখা সেই কাঁদাই ধন্য হয় ।

আমার মা

নুসরাত জাহান আলবি
শ্রেনী-৪র্থ

সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে প্রিয় আমার মা
আমার মায়ের হাসির নেই কো তুলনা,
হীরা-মানিক-মুক্তা রেখে
মাকেই ভালবাসি।
আরো ভাল লাগে আমার
দেখলে মায়ের হাসি।
হাসলে মাগো ফুল যে ফোটে
পাখিরা গায় গান,
মায়ের হাসি দেখলে আমার
জুড়িয়ে যায় প্রাণ।
মায়ের মতন এমন রতন !
মিলবে কোথা ভাই
মায়ের দুঃখ বোঝে সে জন
মা যার নাই।
আমার দুঃখে মা'ই যেন
পায় দুঃখ বেশী,
সুখে আবার সবার আগে
মাকেই হাসতে দেখি।

দাদা

মুনিয়া
৪র্থ শ্রেণী

দাদা ডাকে মুনিয়া
এ দিক যাও শুনিয়া।
দাদাকে আমি ভালবাসি
সবাই করে হাসাহাসি।
দাদার ডাকে দিতে সাড়া,
আপু বলে এই দাঁড়া।
আম্মু বলে বই পড়,
আব্বু বলে বাজার ধর।
বড় বোন যায় গড়া গড়ি,
দাদু চায় পান সুপারি।
এখন আমি কিযে করি,
হল না মোর লেখা পড়ি ।

তন্বীর স্মরণে

আলমতাজ

তন্বী তুমি মোদের ছেড়ে চলে গেলে
রেখে গেলে মায়া ভরা মুখ,
দিয়ে গেলে বুক ভরা বেদনা আর দুঃখ।
তোমার জন্য কাঁদে মোদের যে অন্তর
হাহাকার করে সব খেলাঘর,
নিরবে কাঁদে সব শিশুদের অন্তর।
বরিশাল বাসীর সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে
চলে গেলে তুমি পর পারে।
সকলকে ভাসিয়ে গেলে অশ্রু সাগরে,
তাই তোমাকে চিরকাল রাখবো স্মরণে।
তন্বী নামের মিষ্টি মেয়ে গেল অকালে ঝরে,
এভাবে আর যেন কেউ না যায় চলে।
খেলাঘরের সকলের কাছে ফরিয়াদ
তোমরা সবাই কর তার রুহের মাগফেরাত।

স্বপ্নপ্রিয় মন

মাহে আলম খান বাপ্পী
নবম শ্রেণী

শিশু-কিশোর স্বপ্নপ্রিয়
মিষ্টি নরম মন,
স্বপ্নলোকে মেলতে ডানা
চায় যে সারাক্ষণ।

স্বপ্ন লোকের স্বপ্ন মেলায়
বাঁধবে তারা জীবন,
জ্বীন পরী আর দৈত্য দানব
করবে যে সব আপন।

স্বপ্ন দেখে গড়বে জীবন
আলোক ভরা মনে,
সত্য পথের দিশা দেবে
সকল জনে জনে।

খেলাঘর আর খেলার মেলায়
বন্ধুরা সব মিলে
স্বপ্ন ভরা বিশ্বটাকে
গড়বে তিলে তিলে।

সুখ-দুঃখ

এস.ডি বাবুল চন্দ্র শীল

পৃথিবীর বুকে চিরসুখী কে?
দেখিয়াছ কি, কভু তুমি তাকে ?
আমি দেখেছি,পৃথিবী কভু যাতনা ময়
সুখ দুঃখ যেন সবার সহিতে হয়।
রাজ অধিরাজ আর দারিদ্র হেথায়
সুখ দুঃখ রয়েছে পাশা-পাশি হায়।
রাজ সুখে দেখ যারে,
আছে দুঃখ তার অন্তরে।
প্রকাশিতে নাহি পারে লোক লজ্জায়
সুখ শুধু দেখায় সে বহিঃসজ্জায়।
বাহিরেতে সুখ কভু করেনা বিরাজ
অন্তরে সুখ-দুঃখ করে শুধু কাজ।
যারে দেখ যত সুখী
সেই ছিল ততো দুঃখী।
নিয়তি নয় কভু কোন স্বার্থ পর
অন্তরে সুখ-দুঃখ দিয়েছে সবার।
হয়তবা দারিদ্রতার মাঝেও আছে এক সুখ,
কেহবা অট্রালিকায় থেকেও ভাঙ্গে তার বুক।
সুখ এলো দুঃখ যায়
দিবা শেষে রাত হয়।
এতো নিয়তির এক হাতেগড়া খেলা
পৃথিবীতে সুখ-দুঃখের ভাসিয়েছে ভেলা।
কেহবা কষ্টের পরে চরে সুখের ভেলায়,
ভেলা থেকে পড়ে গিয়ে কেহবা লুটায় ধূলায়।
যার যত আছে ধন
পরে থাকে সেথা মন।
বাহ্যিক সুখ দেখে তাই কেঁদনা
অন্তরে সুখ নিয়ে কর ভাবনা।
ত্যাগেই প্রকৃত সুখ বলে জ্ঞানীজন
সুখ-দুঃখ নিয়ে এ মানব জীবন।

কবি নজরুল

মাহাবুব ইসলাম

তুমি প্রেরণার কবি
আমাদের বিদ্রোহের কবি
তুমি ছোট শিশুদের প্রাণের ছবি
জয়ের কবি কাজী নজরুল।

সারা বাংলার বাগানে সাজানো
সেরা একটি গোলাপ ফুল।
খেলাঘরের গানের কবি
ছোট ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণের কবি
তুমি মানুষের কবি কাজী নজরুল।

সারা বাংলার বাগানে সাজানো
সেরা একটি গোলাপ ফুল।
মুক্তকুঞ্জ খেলাঘরের প্রাণের কবি
তুমি হৃদয়ের প্রাণের প্রিয় কবি
তুমিই সেই কাজী নজরুল।
সারা বাংলার বাগানে সাজানো
সেরা একটি গোলাপ ফুল ।

ছাত্র

মোঃ নঈম মাহমুদ
৭ম শ্রেণী

ধীরে ধীরে শিখি সবাই
জ্ঞানে ভরা রত্ন।
ফুলের মত গড়বো জীবন
এইতো সবার স্বপ্ন।
জ্ঞানের আলোয়ে গড়তে জীবন
করতে হবে পণ।
কত ভাবে লুকিয়ে আছে
অমূল্য রতন!

টাকার মূল্য

মোঃ আবুল কাশেম
নবম শ্রেণী

টাকা দিয়ে বিত্তবান হওয়া যায়
কিন্তু আদর্শবান নয়,
টাকা দিয়ে ধনী হওয়া যায়
কিন্তু সুখী নয় ।
টাকা দিয়ে ঘড়ি কেনা যায়
কিন্তু সময় নয় ।
টাকা দিয়ে প্রাসাদ গড়া যায়
কিন্তু শান্তির নীড় নয় ।
টাকা দিয়ে গাড়ি কেনা যায়
কিন্তু সতী নারী নয় ।
টাকা দিয়ে খোশামোদ পাওয়া যায়
কিন্তু ভালবাসা নয় ।
টাকা দিয়ে মানুষ কেনা যায়
কিন্তু মন নয় ।
টাকাই জগতের সব কিছু নয় ।

প্রিয় বসন্ত

মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম
৭ম শ্রেণী

তুমি মোদের মধ্যে এসো
হে প্রিয় বসন্ত,
তুমি হাজার মানুষের কাছে
হাজার গোলাপ ফুটন্ত।

তুমি মোদের মাঝে এসো
নতুন দিগন্ত নিয়ে,
তোমাকে মোরা বরণ করব
ফুলের মালা দিয়ে।

তুমি মোদের মাঝে এসো
যেন করে ত্বরা ;
তোমার সুভাষ স্পন্দন জাগায়
নতুন জীবন গড়া।

মশা

শামসুল আরেফীন
৬ষ্ঠ শ্রেণী

ক্লাসে বসে মশার কামড়
সে কি ভীষণ জ্বালা;
কানের কাছে ভন ভনা ভন,
কানটি ঝালাপালা ।
যতই বলি, "ও মশা ভাই,
পায়ে তোমায় পড়ি;"
একটু সরে মশা বলে,
"আই এ্যাম ভেরি সরি,"
এই কথা শোনার পরে,
কী আর বলা যায়?
তাইতো মশার কামড় খেয়ে,
আছি সমস্যায় ।

নববর্ষ

তানজিলা আক্তার
নবম শ্রেণী

অনেক দিন পরে,
এসেছ এই ধরায়
হে শুভ নববর্ষ
পৃথিবী তোমাকে দিচ্ছে স্বাগতম।
ফিরে এসো তুমি বার বার এই ধরায়
পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছি আমি
তোমারই পদাচারণে
হে শুভ নববর্ষ।
তোমার ছোঁয়ায় পাখিরা যেন
নীড় খুঁজে পায় ।
তুমি কি ইহা কখনও ভেবে দেখেছ
হে শুভ নববর্ষ।
অন্তত এই ধরায় তুমি কেমন করিয়া থাক
হে নববর্ষ ।

আমার এ দেশ ভাই

খাদিজা আক্তার
সপ্তম শ্রেণী

বাংলার এই রূপ দেখে ভাই
জুড়ায় আমার প্রাণ,
তাইতো আমার প্রাণে জাগে
সোনার বাংলার গান।

লক্ষ ভাইয়ের প্রাণের বিনিময়ে
এল স্বাধীনতা,
বাংলাদেশ মুক্ত এখন
নেই পরাধীনতা।

এইদেশের মাটিতে মোরা
সোনার ফসল ফলাই,
গর্ব করে বলতে পারি
আমার এদেশ ভাই।

বিশ্বকাপ

নূপুর আক্তার
দশম শ্রেণী

বিশ্বকাপ বাপরে বাপ
মাথায় এখন রক্তচাপ
পিন্টু ভীষণ ফাজিলরে
সাপোর্ট করে ব্রাজিলরে।
মিতার মনে মিতালী
সে চায় জিতুক ইতালী।
মোহন কি আর হার মানে
সে চলে যায় জার্মানে।
মীরা,হীরা,সাবরীনা
ওদের প্রিয় আর্জেন্টিনা।
কে জিতবে কে হারবে
এই নিয়ে রোজ তর্ক,
প্রিয় দলের সার্পোটি নিয়ে
রোজ ভেঙ্গে যায় সম্পর্ক ।

মুক্তিযুদ্ধ

পারভেজ আহমেদ

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা চালাও অভিযান
অভিযানের বীর সেনাদল
জ্বালাও মশাল চল আগে চল
কুচকাওয়াজে বাজাও মাদল
গাও দেশেরই গান।
বাংলার তরে জীবন দিল
লক্ষ শহীদের প্রাণ।
মুক্তিযুদ্ধ দিল মোদের
একটি নতুন পতাকা।
সেটি এখন বিশ্বে আছে
বাংলার রূপরেখা ।

ঋতু

মোঃ রুবেল সিকদার
৮ম শ্রেণী

ঋতু নিয়ে গড়ারে ভাই, মোদের বাংলাদেশ;
বার মাসে তার ছয়টি ঋতু, রূপের নাইরে শেষ,
প্রথম ঋতুর নামটি গ্রীষ্ম, খা খা করে রদ্দুর
গ্রীষ্ম প্রায় শেষ হলো, বর্ষা আর ক-দ্দুর।
পরের ঋতুর নামটি বর্ষা, ঝড় বাদলের দিন;
শীতের সময় বাসায় সাপুড়ে; অবাক যাদুর বীণ।
শরৎ কালে খালে-বিলে ফোটেরে অনেক ফুল ;
হেমন্তেরই আনন্দতে করি সবাই ভুল।
তার পরেরই ঋতুটি হলো কুয়াশা ঘেরা শীত
বসন্তেরই এই ঋতুতে সবুজ স্ফীত ।

রাজা

মিসকাত জাহান
৭ম শ্রেণী

এক দেশে ছিল এক খারাপ রাজা
দেখতে ভীষণ মোটা তাজা।
প্রজাদের দিত অনেক সাজা,
গিলতো শুধু মদ গাঁজা।
খাবার খেত বরফ ভাজা
প্রজাদের দিত লাড়ুর খাজা।
রাখালকে বলে বাঁশি বাজা
নয়তো তোকে দেব সাজা।
রাজাকে রোগে করল ক্যাজা;
দেখতে আসলো ভন্ড ওঝা।
খাওয়ালো তাকে ব্যাঙ ভাজা
তবুও সে রাজার রাজা।

বাবাকে মনে পড়ে

মোঃ সোহরাব হোসেন সুরুজ

বাবা তুমি সন্ধ্যা হলে
বলতে আমায় খোকা,
এখন তুমি পড়তে এসো
পড়তে যদি না পার তুমি
কিছুই জানতে পারবেনা।
আমার যদি দেরি হত
আদর দিয়ে বলতে আমায়
খোকা পড়তে এসো বাবা।
আজকে এখন খোকা তুমি
কালকে হবে বাবা,
তখন তুমি বুঝবে যে
বাবা হবার জ্বালা
বাবা তুমি এমন করে
বলতে তুমি আমায়
আজকে তোমার কথাই শুধু
মনে পড়ে আমার।

মুক্তকুঞ্জের জারী

কে.এম.হাবিবুর রহমান

আয়রে কঁচি, আয়রে কাঁচা, আয়রে কিশোর ভাই
তালতলী মুক্তকুঞ্জ জারী গান গাইতে যাই॥
মুক্তকুঞ্জ খেলাঘরে অনেক কিছুই আছে
হারমুনিয়াম-ডুগী-তবলার সুরে সবাই নাচে॥
খেলাধুলার সরঞ্জাম এর কোন অভাব নাই।
সময়মত সকল কিছু ইচ্ছামত পাই।
সুনাগরিক হবো মোরা খেলাঘরে গিয়া,
দেশ-বিদেশের খবর পড়বো মনযোগ দিয়া
যাদের চেষ্টায় সৃষ্টি হইল মোদের খেলাঘর,
তাদের যেন সুখে রাখেন পাক পরোয়ার দেগার।

১৯ মে,২০০৬ মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেয়া স্বাগত বক্তব্য ঃ

আবদুল মন্নান

জীবন সূর্যের সোনালী প্রভাতে একদিন এ দেশবাসীর ঘুম ভাঙত। আজো ভাঙে কিন্তু প্রভাত সূর্যের সেই প্রদীপ্ত আলোক আভা যেনো আমাদের মাঝে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। দেদীপ্যমান আলোক রেখায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে না। তবুও মাঝে মাঝে এমন কিছু দিক-চিহ্ন, এমন কিছু কাহিনী-মালা, এমন কিছু ঘটনার বিবর্তন হঠাৎ আলোর ঝলকানীর মতো আমাদের জীবন ধারার সাথে একীভূত হয়ে ওঠে, যাকে মনের অনাবিল বিমূর্ত জীবন-রশ্মির, উপরেখায় সতস্ফূর্তভাবে একান্ত নিরিখে আপন মহিমায় স্বাভাবিকতার স্পর্শে বিকশিত হয়ে উঠে। তাই তাকে স্বীকৃতি জানাতে হয় মনের মাধুরী মিশিয়ে ।

এমনি একটি মুহূর্তে গ্রীস্মের এ সকালে 'মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর' এর শুভ উদ্বোধনী এ মহতী সভার সম্মানীত সভাপতি, চরবাড়িয়া সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, এককালের বহু মঞ্চ নাটকের এ এলাকার শক্তিমান অভিনেতা, সোনালী ব্যাংক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবদুল জব্বার, সভার সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব (অবঃ) বর্তমানে পরিচালক, পুষ্টি প্রকল্প, ঢাকা, এলাকার বেকার যুবকদের নিয়ে চিন্তা করেন, বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ সবার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব এম,এ, শুকুর। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশেষ অতিথি শহীদ পরিবারের সন্তান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জেলা রেজিষ্ট্রার জনাব মোঃ হানিফ হাওলাদার, বরিশাল সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, মানুষ গড়ার কারিগর সর্বজন শ্রদ্ধেয় খেলাঘর বরিশাল জেলা কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব জীবন কৃষ্ণ দে। মঞ্চে উপবিষ্ট সুদূর ঢাকায় বসে চরবাড়িয়াকে নিয়ে যারা চিন্তা করেন, এলাকার শিশুদের নিয়ে কিছু করার স্বপ্ন দেখেন, তাদেরই কর্ণধার চরবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় কল্যাণ ট্রাষ্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান, উপস্থিত সম্মানীত মুরুব্বী, সুধীবৃন্দ ও ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম।

প্রথমেই আমি স্মরণ করছি যাঁরা ১৯৭১ সনের ২৫ এপ্রিল এ চরবাড়িয়াতে পাকিস্তানীদের বর্বরতায় প্রাণ দিয়ে গেছেন। এঁদের সকলের পবিত্র আত্মার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। ঐ সমস্ত শহীদদের পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও আমার আত্মীয়-বন্ধুগণ, আজ আমি এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যের সুযোগ পাওয়ার শিক্ষা শুরু হলো আজকের এ সভার প্রধান অতিথি এম.এ. শুকুর স্যার। আজ থেকে ১০ বছর পূর্বে তাঁকে বলেছিলাম চরবাড়িয়া ১৯৭১ সনের পাকিস্তানীদের বর্বরতার ঘটনাটি ধরে রাখতে চাই। তখন স্যার বলেছিলেন তুমি শুরু কর, দেখবে একটা ভাল কিছু হয়ে গেছে। সে উপদেশটি স্মরণে রেখে ১০ বছর পূর্বে আমি শুরু করেছি। তাই আজ আমার জীবন ধন্য হলো, তা চারটি কারণে ঃ

প্রথমতঃ ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত আমার পরিশ্রমের ফল ইউনিয়ন ভিত্তিক রচিত "একাত্তরের রক্তাক্ত চরবাড়িয়া" গ্রন্থখানা। যার উপর ভিত্তি করে ১৯৯৯ সালে তৎকালীন জেলা প্রশাসক আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন এবং বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সিরাজ উদ্দিন আহমেদকে নিয়ে শহীদদের স্মারণে স্মরণ সভা করি। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে সম্ভব হয়েছে জেলা পষিদের অর্থায়নে ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাদের নামে "স্মৃতি ফলক" প্রতিষ্ঠা করা। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আজকের সভার বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ হানিফ হাওলাদার।

দ্বিতীয়তঃ চরবাড়িয়া গৌরব,চারণ দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের ১৭ তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে এক মরনোত্তর সম্মাননা প্রদান । এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার এবং ডি.আই.জি মহোদয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছেন আজকের সভার প্রধান অতিথি এম.এ. শুকুর ।

তৃতীয়তঃ চরবাড়িয়া, শায়েস্তাবাদ ও চাঁদপাশা ইউনিয়নের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধি সহ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট 'তালতলী পর্যটন কেন্দ্র বাস্তবায়ন' কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তালতলী বাজারে একটি অস্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । বিগত ০৮-০৩-০৬ তারিখ পিকনিকের মাধ্যমে তিন ইউনিয়নের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে এক মিলন মেলার অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এ পর্যটন কেন্দ্রের কর্ণধার হলেন আজকের সভার প্রধান অতিথি । সবার সহযোগিতা পেলে শীঘ্রই পর্যটন কেন্দ্র বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ ।

চতুর্থতঃ তালতলী এলাকার প্রাণ প্রিয় শিশুদের পড়াশুনার পাশাপাশি প্রতিভা বিকাশে নির্মল চরিত্র, সুন্দর মন ও সুস্থ দেহের অধিকারী রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর" প্রতিষ্ঠা, যার শুভ উদ্বোধন হলো আজ। ৫০ বছর জীবনে আজ এই দিনটি খুবই আনন্দের দিন। শিশুদের দৈহিক পরিপুষ্টির জন্য যেমন দরকার সুষম খাদ্য ও মুক্ত আলো বাতাস, তেমনি মানসিক পরিপুষ্টির জন্য দরকার সংস্কার মুক্ত উদার পরিবেশ। অন্ধ বিশ্বাস, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা বর্জন এবং বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা প্রসারের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে সেই কাঙ্খিত পরিবেশ। খেলাঘর তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রসার ও বিজ্ঞান চর্চায় বিশ্বাসী। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্টু ব্যবহার ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় খেলাঘর কাজ করে যাচ্ছে ।

খেলাঘর শিশু কিশোরদের শরীর গঠনের জন্য খেলাধূলার পক্ষপাতি, তাদের সুকুমার বৃত্তি সমূহের বিকাশের জন্য সব রকম সৃজনশীল কর্মকান্ডের উৎসাহী। খেলাঘর শিশু কিশোরদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান উন্নয়ন করে, বয়স্কদের শ্রদ্ধা করতে শেখায় এবং সকল প্রকার অন্যায় ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতি জাগায় ঘৃণা। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও মমতাবোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে খেলাঘর বদ্ধ পরিকর। খেলাঘর দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখায়। ভালবাসতে শেখায় দেশের ঐতিহ্যকে। মাতৃভাষাকে সে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনে করে। সেই সঙ্গে ভালবাসতে শেখায় সকল মানুষকে। খেলাঘরের মূল লক্ষ্য হলো- বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চেতনার আলোকে অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা।

বিভাগীয় শহরের কাছাকাছি থেকেও আমরা বহু কিছু থেকে বঞ্চিত। এলাকার শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিভা বিকাশে খেলাঘর আসর এর একটি শাখা গত ২৩ সেপ্টেম্বর,২০০৫ তারিখ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয় । আহবায়ক কমিটি এ পর্যন্ত ৯টি সভায় মিলিত হয়েছে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ বরিশাল জেলার মধ্যে আমাদের এলাকাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই তিনটি নাম প্রস্তাব করে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। মুক্ত মনের অধিকারী মহান দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের জন্মভূমি এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে নিয়েই 'মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর' নামটি অনুমোদন লাভ করেছে ।

আহবায়ক কমিটির মেয়াদ শেষ হলেও বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে যথাসময়ে কার্যকরী কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। আজকে কমিটি গঠন এবং শপথ বাক্য পাঠ করে পূর্ণাঙ্গ একটি শাখা আসর রূপান্তরিত হবে।

আজকের মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনেকেই সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আহবায়ক কমিটির সদস্যবৃন্দসহ অনেকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছেন। শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে পারলেও আসর পরিচালনার জন্য যা দরকার তার কিছুই আমাদের নেই। ১টি হারমোনিয়াম, ১ সেট তবলা, আসরের কঁচিকাঁচা ছেলে মেয়েদের পোষাক, খেলাধূলার সরঞ্জামাদিসহ অনেক কিছুই আমাদের দরকার।

এ আয়োজনে আমাদের বহু ভুলত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আমাদের অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কিছু করতে পারিনি। আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি।

মহান অতিথিবৃন্দকে কি দিয়ে বরণ করে নিব সে ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ঢাকা ও বরিশাল থেকে বহু কষ্ট করে এসেছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। তাঁদের কাছে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সময়, শক্তি ও অর্থ নষ্ট করে এবং শ্রম স্বীকার করে আপনারা আমাদের কর্মসূচীতে যোগদান করে আমাদের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। আমাদের করেছেন গৌরবান্বিত, বিশেষ অতিথি, প্রধান অতিথি ইউনিয়নের গুণী ও সুধী জন উপস্থিত হওয়ায় অনুষ্ঠানটি হয়েছে গৌরবোজ্জ্বল এবং আপনাদের পদ স্পর্শে আমরা ধন্য । ধন্য হয়েছে চরবাড়িয়াবাসী। আমি আমার নিজের ও চরবাড়িয়াবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাদের কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি । দুর-দুরান্ত থেকে ছোট ছোট ভাই বোনেরা এ সভায় যোগদান করে সভাকে অর্থবহ করেছেন। সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর : স্বপ্ন থেকে বাস্তবে

মজিবুল হক

১৯৭১ সনে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে পাক বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গন এ চরবাড়িয়া। এ সময় ৪৭ জন শহীদ হন, ২৫ জন আহত হন এবং বহু ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয় বর্বর পাকসেনারা। প্রবীন দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ এবং মননশীল লেখক আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম এ ইউনিয়নে। বিভাগীয় বরিশাল শহরের কাছে অবস্থান হয়েও আমরা শিক্ষা সাংস্কৃতির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছি। জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার এ যুগে আমাদের শিশু ও কিশোরদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে খেলাঘর আসর একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সে জন্য আলহাজ্ব আবদুল মন্নান খান কর্তৃক আহুত এক সভা বিগত ২৩ সেপ্টেম্বর-২০০৫ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের তালতলী বাজারে 'তালতলী পর্যটন কেন্দ্রের' কার্যালয়ে জনাব মোঃ আবুদল জব্বার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব পংকজ রায় চৌধুরী, খেলাঘর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম আজাদ টিপু, ছায়াঘেরা খেলাঘর আসরের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ শওকত আলী টিটু সহ এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ।

খেলাঘর শিশু-কিশোর সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রতিষ্ঠার নিয়মাবলী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরেন আবুল কালাম আজাদ টিপু এবং পংকজ চৌধুরী। আগত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা ও উপস্থিত সকলের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নেবর্ণিত ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

ক্রমিক নং	নাম	পেশা	পদ
০১।	মোঃ আবদুল জব্বার	ব্যাংক কর্মকর্তা	আহবায়ক
০২।	মোঃ আইউব হোসেন	রিপোর্টার	যুগ্ন-আহবায়ক
০৩।	আবদুল মন্নান	চাকুরিজীবী	যুগ্ন-আহবায়ক
০৪।	শফিউদ্দিন আহমেদ	চাকুরিজীবী (অবঃ)	সদস্য
০৫।	আবুয়াল ইসলাম খান	শিক্ষক	সদস্য
০৬।	মজিবুল হক	শিক্ষক	সদস্য
০৭।	মাহাবুব ইসলাম দুলাল	চাকুরিজীবী	সদস্য
০৮।	কাজী আবুল বাশার	চাকুরিজীবী	সদস্য
০৯।	এস.এম জালাল	সাংবাদিক	সদস্য
১০।	মোঃ সোহরাব হোসেন	ছাত্র	সদস্য
১১।	মোঃ বাদশা মিয়া	ছাত্র	সদস্য
১২।	শাহাবুদ্দিন সিকদার	ছাত্র	সদস্য
১৩।	সুধীর শীল	কর্মজীবী	সদস্য
১৪।	যমুনা রাণী	ছাত্রী	সদস্যা
১৫।	ফেরদৌসী বুলবুল ছবি	ছাত্রী	সদস্যা

আহবায়ক কমিটি নব্বই দিনের মধ্যে খেলাঘর আসরে একটি সুন্দর নাম রাখা এবং একটি কমিটি গঠন করার দায়িত্ব থাকলেও হঠাৎ সারা দেশে সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তির বর্বর সন্ত্রাস, বোমা হামলা ও ঝালকাঠি জেলার দু'জন বিচারক হত্যার কারণে নির্দিষ্ট সময় এ কাজটি সমাধান করা সম্ভব হয়নি। পরিশেষে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিগত ১৯ মে, ২০০৬ইং তারিখ মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন খেলাঘর আসর এর আহবায়ক কমিটির আহবায়ক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোঃ আবদুর জব্বার। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন উপ-সচিব (অবঃ) এম.এ. শুকুর এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রার মোঃ হানিফ হাওলাদার, খেলাঘর বরিশাল জেলা কমিটির সভাপতি জীবন কৃষ্ণ দে, চরবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় কল্যাণ ট্রাস্টে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান। শুরুতেই অতিথিবৃন্দকে ফুলের তোড়া উপহার, ব্যাজ ও স্কার্ফ পরিয়ে দেন খেলাঘর আসরের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা।

অতিথিবৃন্দকে নির্ধারিত উদ্বোধন মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের তালে তালে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন এম.এ. শুকুর এবং মোঃ আবদুল জব্বার । অতিথিবৃন্দ পায়রা উড়িয়ে 'মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর' এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অতিথিবৃন্দ মূল মঞ্চে আরোহন করেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মোঃ শাহীন এবং গীতা পাঠ করেন রঙ্গলাল কয়াল। চরবাড়িয়া ইউনিয়নে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের স্মরণে এবং অত্র এলাকার সকল মৃত ব্যক্তিবর্গের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় ।

সভা পরিচালনা করেন দি গার্ডিয়ান পত্রিকার চীফ রিপোর্টার পারভেজ খান রূপক। সভার শুরুতেই মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবদুল মন্নান। সভায় বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব আবদুল মালেক হাওলাদার, আবুয়াল ইসলাম খান, নজরুল ইসলাম খান, আবদুস সাত্তার খান, আবদুল লতিফ খান, মোবারেক হোসেন, সামসুন্নহার হাওয়া, অধ্যাপক মোঃ আবুদল হাকিম, আবুল খায়ের সবুজ, শুভংকর চক্রবর্তী এবং এস. আলী মোহাম্মদ।

খেলাঘর আসরের বিশেষ তাৎপর্য তুলে ধরে উপস্থিত শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শিশুদের সুস্থ শরীর ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ সাধনের জন্য শিশু সংগঠন খেলাঘরের ভুমিকা অপরিসীম। নবগঠিত মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর এলাকার শিশু-কিশোররা আগামী দিনের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। এমন একটি সুন্দর পরিবেশে এবং সুষ্ঠু আয়োজন করার আয়োজকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ আগামী দিনে মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

আলোচনা সভা শেষ হলে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় এবং নবগঠিত কমিটির শপথ বাক্য পাঠ করান খেলাঘর বরিশাল জেলা কমিটির সহ সভাপতি জগলুল হায়দার শাহীন। কমিটি নিম্নরূপ ঃ

০১।	সভাপতি	ঃ	মোঃ আবদুল জব্বার
০২।	সহ-সভাপতি	ঃ	আবদুল মালেক হাওলাদার
০৩।	সহ-সভাপতি	ঃ	মোঃ মজিবুল হক
০৪।	সহ-সভাপতি	ঃ	শফিউদ্দিন আহমেদ
০৫।	সহ-সভাপতি	ঃ	আবুয়াল ইসলাম খান
০৬।	সহ-সভাপতি	ঃ	আবদুস সাত্তার খান
০৭।	সাধারণ সম্পাদক	ঃ	আবদুল মন্নান
০৮।	সহ-সাধারণ সম্পাদক	ঃ	আবদুল লতিফ খান
০৯।	সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	মাহাবুব ইসলাম (দুলাল)
১০।	অর্থ সম্পাদক	ঃ	মোঃ রফিকুল ইসলাম
১১।	শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক	ঃ	মোঃ আমীর খসরু
১২।	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	ঃ	এস.এম. জালাল
১৩।	দপ্তর সম্পাদক	ঃ	সোহরাব হোসেন খান সুরুজ
১৪।	ক্রীড়া ও শরীর চর্চা সম্পাদক	ঃ	মোঃ জাহিদ হোসেন খান
১৫।	সাহিত্য সম্পাদক	ঃ	মোঃ আইউব হোসেন
১৬।	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ	কে.এম.হাবিবুর রহমান লাল খান
১৭।	চারু ও কারুকলা সম্পাদক	ঃ	মোঃ বাদশা মিয়া
১৮।	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	ঃ	এ্যাড. মোঃ সামসুজ্জামান নয়ন
১৯।	বিজ্ঞান ও পরিবেশ সম্পাদক	ঃ	আবদুল লতিফ জমাদ্দার
২০।	পাঠাগার সম্পাদক	ঃ	মোঃ আরিফুর রহমান
২১।	সদস্য	ঃ	এছাহাক মল্লিক
২২।	সদস্য	ঃ	মোঃ জলিল সরদার
২৩।	সদস্য	ঃ	গোলাম মোস্তফা সবুজ
২৪।	সদস্য	ঃ	গাজী জাকির হোসেন মিল্টন
২৫।	সদস্য	ঃ	মোঃ ফিরোজ
২৬।	সদস্য	ঃ	মোঃ আবুল কাশেম
২৭।	সদস্য	ঃ	মোঃ তুহিন খান
২৮।	সদস্যা	ঃ	ফেরদৌসী বুলবুল ছবি
২৯।	সদস্যা	ঃ	যমুনা রাণী
৩০।	সদস্যা	ঃ	মোসাঃ নার্গিস বেগম
৩১।	সদস্যা	ঃ	নূপুর আক্তার সুবর্ণা

মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে নিম্নে বর্ণিত ৩০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয় ।

০১।	আলহাজ্ব এম.এ. শুকুর	ঃ	উপ-সচিব(অবঃ)
০২।	মোহাম্মদ ইসমাইল হুসায়েন	ঃ	উপ-পরিচালক(অবঃ)
০৩।	আবদুল মান্নান হাওলাদার	ঃ	বিশিষ্ট আইনজীবী
০৪।	আবদুল আজিজ হাওলাদার	ঃ	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
০৫।	মোঃ আবদুল হাকিম	ঃ	সহকারী অধ্যাপক (অবঃ)
০৬।	মোঃ হানিফ হাওলাদার	ঃ	জেলা রেজিষ্ট্রার
০৭।	মোঃ জিয়াউল ইসলাম সাবু	ঃ	চেয়ারম্যান, চরবাড়ীয়া ইউ.পি
০৮।	মোঃ হাবিবুর রহমান মানিক	ঃ	অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা, পোষ্ট অফিস
০৯।	আবদুল মান্নান হাওলাদার	ঃ	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অবঃ)
১০।	মাহাবুব আলম মন্টু	ঃ	কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক
১১।	ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	ঃ	সিভিল সার্জন
১২।	আফতাব উদ্দিন সুরুজ	ঃ	নির্বাহী প্রকৌশলী, পাউবো
১৩।	মোঃ রেজাউল	ঃ	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (গণপূর্ত)
১৪।	মোঃ সেকান্দার আলী	ঃ	সহকারী পরিচালক (যুব উন্নয়ন)
১৫।	সুলতান আহমেদ খোকন	ঃ	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
১৬।	মোকলেছুর রহমান	ঃ	মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার
১৭।	মতিয়র রহমান	ঃ	অবসর প্রাপ্ত (স্বাস্থ্য বিভাগ)
১৮।	ডাঃ সৈয়দ জাফর আলী	ঃ	ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার
১৯।	আবদুস সাত্তার নেগাবান	ঃ	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
২০।	মজিবুর রহমান বাদশা	ঃ	অবসর প্রাপত কর্মকর্তা (স্বাস্থ্য)
২১।	মোঃ খালেকুজ্জামান	ঃ	সাবেক চেয়ারম্যান
২২।	মোঃ নজরুল ইসলাম খান	ঃ	অবসর প্রাপ্ত (স্বাস্থ্য বিভাগ)
২৩।	মোঃ হারুন-অর-রশিদ খান	ঃ	সভাপতি, চরবাড়িয়া সপ্রাবি ও মাধ্যমিক বিদ্যাঃ কল্যাণ ট্রাষ্ট
২৪।	মোঃ লাল মিয়া	ঃ	বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
২৫।	মোঃ আখতারুজ্জামান	ঃ	সহঃ অধ্যাপক
২৬।	মোঃ তারিকুল ইসলাম	ঃ	সহকারী কমিশনার, নীলফামারী
২৭।	মিলিয়া শারমিন রাখী	ঃ	সহকারী কমিশনার, গাজীপুর
২৮।	ডাঃ মাহবুবা আক্তার (লাইজু)	ঃ	স্বাস্থ্য বিভাগ
২৯।	পারভেজ খান রূপক	ঃ	চীফ রিপোর্টার, দি গার্ডিয়ান
৩০।	সামসুন্নাহার হাওয়া	ঃ	শিক্ষিকা

২য় পর্বে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জনাব মোঃ মুজিবুল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন তৌফিয়া নাসরিন, লিজা আক্তার, মেরিনা জাহান, কাজী সেলিনা ও তনুশ্রী রায় চিনু, কৌতুক পরিবেশন করেন মেহেদী হাচান রণি, শামসুল আরেফিন নাঈম মাহমুদ,নাটকে অভিনয় করেন ইসরাত জাহান মীম, ও নূপুর আক্তার সুর্বনা। অংশগ্রহণকারী সবাইকে পুরুস্কৃত করেন বিশেষ অতিথি মোঃ হানিফ হাওলাদার।

সভায় মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর পরিচালনার জন্য প্রাথমিক ভাবে এক সেট হারমোনিয়াম-তবলা, চেয়ার-টেবিল, আলমিরা, কেরাম, শিশুদের খেলার সরঞ্জামাদি, স্কার্ফ, শিশুদের বই পুস্তক প্রয়োজন বলে ঘোষণা করনে প্রধান অতিথির সহধর্মিণী ১টি হারমোনিয়াম, সামসুন্নাহার হাওয়া ১ সেট তবলা, আবদুল হাকিম শিশুদের কিছু বই এবং পারভেজ খান রূপক ১টি কেরাম প্রদান করবেন বলে সভায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

"চরবাড়িয়ার ঐশ্বর্য ও বীর্যবান দেশ প্রেমিক ৪৭ জন পল্লীবাসী ২৫ এপ্রিল ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকবাহিনীর বর্বর হামলায় জীবন ও রক্ত দিয়ে রেখে গেল স্বাধীনতার ইতিহাসে গ্রামীণ জনপদের নতুন অবদান।

আমরা তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর
চরবাড়িয়া, বরিশাল।

১৯ মে, ২০০৬ইং তারিখ মুক্তকুঞ্জ খেলাঘর আসর এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তোলা ছবি